প্রথম আলো

তারিখ 02 JUL 2010
পৃষ্ঠা 6 কলাম ৫

উৎসব-আনন্দে মুখর ক্যাম্পাস

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

আর দশটা দিনের মতোই গতকাল বৃহস্পতিবারের দিনটি এসেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত উচ্ছ্বাস আর উৎসবমুখর পরিবেশ বলে দিল, দিনটি অন্য দিনের চেয়ে আলাদা। ১ জুলাই ছিল বাংলাদেশ আর বাঙালির সব আন্দোলনের পুণ্যভূমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় যে একটি দেশের প্রতিশব্দ হতে পারে, তার একমাত্র প্রমাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এবারের ৯০তম জন্মদিনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৯০তম জন্মদিন ছিল গতকাল। এ উপলক্ষে গতকাল সকাল সাড়ে নয়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হল থেকে শিক্ষার্থীরা শোভাযাত্রা নিয়ে 'মঞ্চ চত্বরে' সমবেত হন। জাতীয় সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে এ সময় জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা ও সব হলের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর ৩০ পাউন্ড ওজনের কেক কেটে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এরপর ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। পরে টিএসসি মিলনায়তনে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উচ্চশিক্ষা' শীর্ষক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

ওই সেমিনারে উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, মানবিকতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অনন্যসাধারণ অবদান রেখেছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিকে ডিজিটাল করা হবে। এতে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বসেও লাইব্রেরির কাজ করতে পারবেন। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে ধারণ করে মানবকল্যাণের লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষা ও গবেষণা-কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার জন্য তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সহ-উপাচার্য অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ বলেন, প্রতিটি হল ও বিভাগে চালু করা হবে সাইবার সেন্টার। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে ওয়াইফাইয়ের আওতায় আনা হবে। শিক্ষার্থীদের কক্ষে পৌঁছে দেওয়া হবে প্রযুক্তির ছোঁয়া। আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ শফি। মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, সবকিছুকে ডিজিটাল করা হলে নথিপত্র দ্রুতগামী হবে, দুর্নীতি কমবে। এসব হচ্ছে সম্ভাবনার কথা। সদিচ্ছার অভাবে এ সম্ভাবনাও বিপথে চলে যেতে পারে। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, সাবেক সহ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহাদাত আলী প্রমুখ।

দিবস উপলক্ষে দিনব্যাপী অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বায়োমেডিকেল ফিজিক্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের উদ্যোগে গবেষণা ও আবিষ্কার-বিষয়ক প্রদর্শনী 'দৃষ্টিপাত', টিএসসি মিলনায়তনে প্রীতি বিতর্ক, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, প্রীতি ফুটবল, প্রীতি ক্রিকেট ও প্রীতি ভলিবল ম্যাচ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।